তারিখ ... [illegible]
পৃষ্ঠা ... [illegible] কলাম ... [illegible]

দৈনিক ইত্তেফাক

প্রসঙ্গঃ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

বিশাল আয়তনের ক্যাম্পাস, পুরাতন দীঘি, ছায়াতরু, ছাত্রাবাস, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, শিক্ষাভবন, বড় খেলার মাঠ, পুকুর দীঘি, ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তন, ছাত্র ও শিক্ষকদের পৃথক পৃথক ক্লাব, ব্যায়ামাগার, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সর্বোপরি মেধাবী, চিন্তাশীল, গবেষণামুখী শিক্ষক এবং প্রাণচঞ্চল পড় য়া পরিশ্রমী ছাত্র-ছাত্রী নিয়া গড়িয়া উঠে একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়। কোন কোন সময় এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে ছোট-খাট শহর (যেমনটি গড়িয়া উঠিয়াছে ব্রিটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া)। সারা পৃথিবীতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মোটামুটি এই রকম চেহারা। সরকারী অর্থে গড়িয়া উঠা বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহও এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কিন্তু প্রশ্ন উঠিতেছে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিয়া। ঢাকা এবং চট্টগ্রাম মিলিয়া এই সংখ্যা ১৬-২০টি। গত ৮০ বৎসরে যেখানে সরকারী উদ্যোগে নয়টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেখানে গত ৭/৮ বৎসরে ১৫/২০টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য কী? তাহাদের নিজস্ব জমি নাই, পূর্ণকালীন শিক্ষক নাই, (বেশীরভাগ শিক্ষকই বিভিন্ন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভাড়া করা) ঢাকার কোন অভিজাত আবাসিক এলাকায় চার/পাঁচতলা একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দেওয়া হয় এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্র ভর্তির কথা বলা হয় এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইউএসএ, ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সহিত ক্রেডিট ট্রান্সফারের লোভ দেখানো হয়, যাহার শতকরা নব্বই শতাংশই ভুয়া। এখানে টাকা থাকিলে অতি সাধারণ মানের ছাত্রও কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তি হইতে পারে। দক্ষ একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানী বা কম্পিউটার প্রোগ্রামার হইতে গেলে শিক্ষার্থীর গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে অত্যন্ত ভাল জ্ঞান থাকিতে হয়, যাহা এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ এড়াইয়া যাওয়া হয়। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার সায়েন্সে ব্যাচেলর ডিগ্রীধারী যে সকল শিক্ষার্থী বাহির হয়, তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কম্পিউটার প্রোগ্রামার বা কম্পিউটার বিজ্ঞানী না হইয়া কম্পিউটার অপারেটর হইয়া থাকে। কম্পিউটার বিজ্ঞান বা ব্যবসায় প্রশাসনের উপর লেখা বিদেশী বইয়ের কয়েকজন লেখকের নাম জানিলেই যে একজন ভাল প্রোগ্রামার বা ম্যানেজার হওয়া যায় না তাহা অধিকাংশ মানুষই বোঝেন না। কম্পিউটার বা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে অজ্ঞ আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের নিকট এই কম্পিউটার সায়েন্স/বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর ছাত্ররা 'বাঁশ বনে শেয়াল রাজা' সাজিয়া থাকেন। যাহাই হোক, কে কী সাজিল তাহা আমার আলোচ্য বিষয় নহে। কথা হইতেছে মান নিয়ন্ত্রণহীন শিক্ষা নিয়া। মান নিয়ন্ত্রণহীন এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পাস করা শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষমতাবলে (মামা-চাচার টেলিফোন) বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের এক্সিকিউটিভ পদে ঢুকিবেন এবং স্বভাবতই তাহারা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইবেন, আর যাহার প্রভাব পড়িবে রাষ্ট্র ব্যবস্থায়। আমরা বেসরকারী উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধী নই। ইউনাইটেড স্টেটস্ অব্ অ্যামেরিকার শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশে ১৫/২০ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২/১টি ভাল হইবে আর বাদবাকি কোচিং সেন্টার হইবে, এই অবস্থা কাহারও কাম্য নহে। এই অবস্থা প্রতিকারের চাইতে প্রতিরোধই শ্রেয়। অর্থাৎ কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করিলে তাহা অনুমোদনের পূর্বে কর্তৃপক্ষের উচিত—এই উদ্যোগের সহিত জড়িত ব্যক্তিদের শিক্ষানুরাগ, অতীত শিক্ষা জীবন, ব্যক্তিগত সততা সম্পর্কে ভালভাবে জানা। একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যে যেনতেন ব্যাপার নয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত। আমি এই চিঠি লিখিতে বসিয়াছি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রস্তাবিত 'ভিকারুন নিসা নূন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বিজ্ঞাপন দেখিয়া। ইহার কমিটির কাছে জিজ্ঞাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশাল জমি এবং অবকাঠামো নির্মাণ-এর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ ও প্রয়োজনীয় লোকবল আছে কিনা? যদি থাকে তাহা হইলে আমরা শুভার্থীরা বলির, আগাইয়া যান। আর যদি না থাকে তাহা হইলে কাজ বন্ধ করিয়া দিন। কারণ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত উপ স্নাতক-স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য বিশাল। ভিকারুন নিসা নূন স্কুল ও কলেজ এবং এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান বেগম হামিদা আলীর যথেষ্ট সুনাম রহিয়াছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করিতে গিয়া যদি বেশীরভাগ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মত দুই/তিনটি চার/পাঁচতলা ভবন আর কিছু কম্পিউটারসর্বস্ব কোচিং সেন্টার তৈরী হয়, তাহা হইলে উহা ভিকারুন নিসা নূন স্কুল ও কলেজ এবং হামিদা আলীর দীর্ঘদিনের শ্রমসাধ্য অর্জন দেশব্যাপী সুনামে রেখাপাত করিবে। সবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কর্মকর্তাদের নিকট আবেদন, সবকিছু দেখিয়া-শুনিয়া বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিন।

মনোজ ভৌমিক,
৬৬১, কান্দিপাড়া,
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩৪০০